

সরকারী কলেজগুলি উন্নয়নের কর্মসূচী

॥ সুনীল বানার্জী ॥

দেশের সরকারী কলেজগুলি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কলেজগুলিতে বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি কেনা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা ও পাঠাগারগুলিতে পর্যাপ্ত বই সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এতে আপাতত প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে। পরবর্তীতে টাকা আরও বাড়ানো হতে পারে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসি-
(১১-এস পৃঃ দৃঃ)

কর্মসূচী

(প্রথম পৃষ্ঠা থেকে)
লিটিস ডিপার্টমেন্ট এই উদ্যোগ নিয়েছে।

নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গেছে যে কর্মসূচী অনুযায়ী এরই মধ্যে দেশের ১৪টি সরকারী কলেজের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে। এইসব কলেজের মধ্যে রয়েছে : ঢাকা কলেজ হোম ইক-নোমিক্স কলেজ, নল্লয়গঞ্জস্থ তেলারাম কলেজ, যশোর মহাকৈল মধুসূদন কলেজ, পাবনা এড-ওয়ার্ড কলেজ, কুমিল্লা মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ মহিলা কলেজ প্রভৃতি। এই কলেজগুলি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করতে প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয় হবে। এছাড়া, চলতি আর্থিক বছর থেকে দেশের আরো ৩৫টি সরকারী কলেজ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনাধীন কলেজগুলির মধ্যে রয়েছে : সাতক্ষীরা কলেজ, যশোর মহিলা কলেজ, আম-খাল কলেজ, বরুয়া মহিলা কলেজ, রংপুর বেগম রোকেয়া কলেজ, কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ, নওগাঁ কলেজ, বাঙ্গামাটি কলেজ, ঘাগড়াছাড় কলেজ, চট্টগ্রাম হাজী মোহাম্মদ মুহসিন কলেজ, মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ, বগুড়া মজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, ঢাকায় কবি নজরুল ইসলাম কলেজ প্রভৃতি। এই ৩৫টি কলেজের নির্মাণ ও সম্প্রসারণের কাজ আগামী বছরের মধ্যে শেষ হবার কথা। বাকী কলেজগুলি পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে। এরই মধ্যে কলেজগুলি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য পর্যায়ক্রমিক একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

জানা যায় যে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ১৪টি সরকারী কলেজ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে আরো কয়েকটি সরকারী কলেজ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই কলেজগুলি ইদানীং জাতীয়করণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে দেশের অধিকাংশই জাতীয়করণকৃত কলেজে স্থানান্তরিত আসবাবপত্রের অভাব, পাঠাগারগুলিতে বইয়ের সংখ্যা অপ্রতুল, ল্যাবরেটরীতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব সম্পর্কে বহু অভিযোগ মন্ত্রণালয়ের রয়েছে। এছাড়া বেসরকারী কলেজগুলিতে নানাবিধ অভাব তো রয়েছেই।